প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে নিষ্ঠুরতার চিত্র

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১০ অক্টোবর ২০১৯

আবরার ফাহাদের মতো বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শেরে বাংলা হলে থাকেন আরাফাত ও মহিউদ্দিন। আবরারকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পিটিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়ার পর মহিউদ্দিন তাকে দেখেন কাতরানো অবস্থায়। আর আরাফাত যখন আবরারকে দেখেন, তখন তার পুরো শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মীর নির্যাতনে নিহত আবরারের শেষ সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী এই দু'জন সেসব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। গতকাল দুপুরে বুয়েট শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় ১০ দফা দাবি আদায়ে আয়োজিত ছাত্র বিক্ষোভে অংশ নিয়ে তারা ওই ঘটনার বর্ণনা দেন।

আরাফাত বলেন, সেখানে শেরে বাংলা হলের মুয়াজ আর সাইফুল ছিল। তখনও ভাবিনি এমন কিছু হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো সে (আবরার) মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। খোদার কসম, এক সেকেন্ডের জন্যও মাথায় আসেনি এভাবে কাউকে মারা হতে পারে। তিনি বলেন, যখন আবরারের হাত ধরি, তখন হাত পুরো ঠাণ্ডা,

বরফও এত ঠাণ্ডা হয় না। আমি ওর হাত মালিশ করেছি, কিন্তু হাত গরমই হয়না। পা ধরলাম, দেখি পাও ঠাণ্ডা। শার্ট-প্যান্ট ভেজা। তোশক ভেজা। মুখ থেকে তখন ফেনা বের হচ্ছিল। তখন ওকে বাঁচানোর জন্য বুকে চাপ দিই। দেখি গরগর শব্দ হচ্ছে। হাতে চাপ দিই। আশপাশের সবাইকে বলি, কেউ একজন ডাক্তারকে ম্যানেজ কর। এরপর ডাক্তার আসল। ডাক্তার এসে দেখে তার চোখের মনি উল্টে গেছে। তখন সব চেক করে ডাক্তার বলেন, ১৫ মিনিট আগেই সে (আবরার) মারা গেছে।

আফসোস করে কাঁদতে কাঁদতে আরাফাত বলেন, তিন-চারটা মিনিট আগে যদি খাবার আনতে যাইতাম, তাহলে পোলাডারে বাঁচাইয়া রাখতে পারতাম। এই তিন মিনিটের আফসোসে তিন দিনে তিন ঘণ্টাও ঘুমাইতে পারি নাই। চোখের সামনে যা দেখছি তার সব আপনাদের সামনে এক্সপ্লেইন করতে পারিনি।

আরাফাত এ বক্তব্য দেয়ার পরপরই ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মহিউদ্দিন বলেন, আরাফাতের তো তিন মিনিটের আফসোস আছে, আর আমার আছে অনুতাপ। মহিউদ্দিন ফেলে রাখার দৃশ্য দেখার বর্ণনা দিয়ে বলেন, তখন আড়াইটা বাজে। আমি খেতে বের হয়েছিলাম। তখন আমি ওরে (আবরার) দেখছিলাম ফ্লোরের ওপর কাতরাচ্ছে। আমি আমার রুমমেটকে বলছিলাম, ওর হয়তো মৃগী রোগ হয়েছে। ওকে হাসপাতালে নিতে হবে। মহিউদ্দিন বলেন, ওই জিয়ন (আসামি ছাত্রলীগ

নেতা) ওখানে বসে বলতেছে, ও নাটক করতাছে। ওরে এখানে ফেলে রাখ। নিষ্ঠুরতার এই বর্ণনা দিতে দিতে মহিউদ্দিন আবারও কেঁদে ফেলেন। তার সঙ্গে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তার সহপাঠীরাও।